রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২

সহজ শর্তে কৃষি ঋণ, বদলে যাবে সবার দিন।
সততার কোন বিকল্প নাই, দুর্নীতির সাথে আপোষ নাই।

ফোন: ০২৪৭-৮৬০৫২৯
Email: dgmlad2@rakub.org.bd
Web : www.rakub.org.bd

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ সার্কুলার নম্বর-০৩/২০২১ তারিখ : ১৯.১০.২০২১

বিষয় : কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, কৃষি কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে কৃষির বিভিন্ন খাতসমূহে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে, ইতোপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রনোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন ও স্কীমের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালন নীতিমালা ১৪.০৯.২০২১ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং- ০২ এর মাধ্যমে জারী করা হয় (সংযোজনী-১)। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত উল্লিখিত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় রাকাব-এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোচ্য সার্কুলারের আলোকে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে :

১. স্কিমের নাম : কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)।

২. স্কিমের মেয়াদ : ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।

৩. ঋণের খাতসমূহ :

(ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত শস্য ও ফসল খাতের আওতাভুক্ত দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক সবজি, কন্দাল ফসল (আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ যথা ঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণের পৃথক স্কিম চালু থাকায় এ খাত ব্যতীত), ফল ও ফুল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাত, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, বীজ উৎপাদন খাতসমূহে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

(খ) ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের ন্যূনতম ৩০% শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ :

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণের বর্তমান গ্রহীতাদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/গ্রাহকগণকে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক নিজ ব্যাংক হতে প্রদত্ত বিদ্যমান ঋণ সুবিধার (Sanction Limit) অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ (সর্বোচ্চ ১০.০০ কোটি টাকা) এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

(গ) নতুন কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

(ঘ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে শস্য/ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানত বিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

(ঙ) গৃহস্থালি পর্যায়ে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(চ) শস্য ও ফসল ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(ছ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(জ) কোন কৃষক/গ্রাহক যেকোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৫. ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন :

(ক) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে;

(খ) আলোচ্য স্কীমের আওতায় ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এ বর্ণিত বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ঋণ আবেদনকারীর নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, মঞ্জুর ও বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

৬. **ঋণ মঞ্জুরি :**

(ক) 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ০৫ নম্বর অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঋণ মঞ্জুর করবেন;

(খ) স্কীমের আওতায় কোন ঋণগ্রহিতাকে একাধিকবারে (পূর্বের ঋণ সুবিধা চলমান থাকলে) ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ০৫ নম্বর অধ্যায়ের ৫.২(৪) নম্বর শর্ত আবশ্যিকভাবে পরিপালন করতে হবে।

৭. **ঋণের জামানত :**

এ স্কীমের আওতায় নির্বাচিত গ্রাহকদের অনুকূলে জামানতবিহীন ও জামানতসহ দুই ভাবে ঋণ বিতরণ করা যাবে। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে শস্য/ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানত বিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে। শস্য ও ফসল ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক সম্পূর্ণ ঋণাঙ্ক কভার করে সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। জামানতি সম্পত্তি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ১১ নম্বর অধ্যায়ের শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

৮. **ঋণের মেয়াদ :**

(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের (১২ মাস + গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস) মধ্যে আসল্ল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

(খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে শস্য/ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস।

৯. **সুদ/মুনাফা হার :**

(ক) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার নতুন ও পুরাতন সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

(খ) ঋণ মঞ্জুরি পত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হার ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

১০. **ঋণের ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি ও দলিলায়ন :**

আলোচ্য স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ০৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ এবং এতদসংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে।

১১. **ঋণের ডকুমেন্টেশন :**

আলোচ্য স্কীমের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ১২ নম্বর অধ্যায়ের ১২.১৫ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে।

১২. **ঋণ বিতরণ :** মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ ঋণগ্রহিতা/উদ্যোক্তার একাউন্টের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

১৩. **হিসাব সংরক্ষণ :**

(ক) এ স্কীমের আওতায় নিম্নবর্ণিত হেড-এর মাধ্যমে ঋণ হিসাব পরিচালনা করতে হবে;

Product Code	Name of Accounts
564	SPECIAL CROP LOAN FOR COVID-19 OUTBREAK 2ND PHASE
565	SPECIAL CROP (BORGACHASHI) FOR COVID-19 2ND PHASE
566	LOAN ON L.STOCK, FISH & AGR. EQ COVID-19 2ND PHASE

(খ) সিবিএস/আইবিএস ছাড়াও এতদসংক্রান্ত একটি পৃথক রেজিষ্টার শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) এ স্কীমের আওতায় প্রতিটি ঋণের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. **ঋণ আদায় পদ্ধতি :**

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে শস্য/ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৮ মাসের (ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ) মধ্যে আদায় করতে হবে।

১৫. **পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি :**

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪.০৯.২০২১ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং- ০২ মোতাবেক এ স্কীমের আওতায় মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সঠিক তথ্য নির্ধারিত ছকে (সংযুক্ত ছক-১) প্রয়োজনীয় প্রমানকসহ পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। জোনাল কার্যালয় শাখা থেকে প্রাপ্ত বিবরণী সংকলন পূর্বক ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

(খ) পুনঃঅর্থায়ন দাবীর বিবরণীর সাথে ব্যবস্থাপক কর্তৃক সত্যায়িত নিম্নোক্ত প্রমাণকসমূহ সংযুক্ত করতে হবে:
(১) প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র;
(২) ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (ডিপি নোট);
(৩) লেটার অব কন্টিনিউটি;
(৪) বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১);
(৫) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১৬. **রিপোর্টিং ও মনিটরিং :**

(ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক) ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ পাক্ষিক ভিত্তিতে (পক্ষ সমাপনান্তে ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে;

(গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৭. **পরিদর্শন ও তদারকি :**

(ক) ঋণের যথার্থতা ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপক ফলপ্রসু তদারকির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(খ) জোনাল ব্যবস্থাপকগণ শাখা পরিদর্শনকালে এ স্কীমের আওতায় ঋণের যথার্থতা ও সদ্ব্যবহার যাচাই করবেন;

(গ) বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ এ স্কীমের আওতায় ঋণের যথার্থতা ও সদ্ব্যবহারে বিষয়ে সজাগ থাকবেন। এ লক্ষ্যে মহাব্যবস্থাপকগণ Random Sample Basis এ ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করবেন;

(ঘ) প্রধান কার্যালয়ের এতদসংক্রান্ত মনিটরিং টিম ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২) কর্তৃক সময়ে সময়ে ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শসহ ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের বিষয়ে যথার্থতা করা হবে।

১৮. **তহবিল ব্যবস্থাপনা :** এ তহবিল সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৯. **অন্যান্য শর্তাবলী :**

(ক) এ স্কীমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে;

(ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে শাখা প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি জোনাল কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ সরবরাহ করবে;

(চ) পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করলে তা অনুসরণ করতে হবে।

(ছ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না। এতদপ্রেক্ষিতে গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা-০৪

(জ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য্যপুর্বক এককালীন আদায় করা হবে। তৎপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত সুদের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

(ঝ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ না করে অথবা কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে ৪% এর অতিরিক্ত সুদ ধার্য্যপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর প্রযোজ্য ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৪%) ছাড়াও অতিরিক্ত ১% হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায় করা হবে।

২০. জোনাল ব্যবস্থাপকগণ প্রধান কার্যালয় হতে এ স্কীমের আওতায় জোন ভিত্তিক বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তির পর জরুরীভিত্তিতে আওতাধীন সকল শাখায় লক্ষ্যমাত্রা বন্টন পূর্বক প্রধান কার্যালয়ে (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২) এ কপি প্রেরণ করবেন।

২১. জোনসমূহ থেকে পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত বিবরণী যথাসময়ে না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এতদসংক্রান্ত দায় সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপকদের উপর বর্তাবে।

২২. শাখা ও জোনসমূহ এ স্কীমের আওতায় প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়া নির্ধারিত লক্ষমাত্রার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে না।

২৩. এতদবিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে-

১৯/১০/২০২১

(মোঃ আব্দুস সাত্তার)
উপমহাব্যবস্থাপক

প্রকা/ঋওঅবি-২/১৩৪/২০২১-২০২২/ ১৯৯(৪৫৫) তারিখ : ১৯.১০.২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/পরিচালন/নিহিআ) মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী / রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৭। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
০৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী/ ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
১০। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১১। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে)
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (জোনাল ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ।
১৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ সেল, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১৪। অফিস নথি/মহানথি।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:
মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ (পলিসি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

১৯.১০.২০২১

(শাকিল মাহমুদ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক